প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা

শুভ উদ্বোধন করেন

এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান

মাননীয় মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
০৮ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

পটভূমি

সমাজ, সভ্যতা আর শিক্ষা – এই তিনটি শব্দ যেন একইসূত্রে গাঁথা। একটি সুখি ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার অবদান অপরিসীম। আর সকল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭০ এর নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কথা তুলে ধরেন। তিনি মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিএনপি) শতকরা ৪ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর ছয় মাসের মধ্যে তিনি গঠন করেন ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন। ৬ জুলাই ১৯৭৩ সালে ৩৬ হাজার ১৬৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও অবৈতনিক হিসেবে ঘোষণা দেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দকে দেশের উন্নয়নে বিনিয়োগ হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁর দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বের কারণে এদেশের শিক্ষায় এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। আজ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট ভর্তির হার শতভাগের কাছাকাছি (৯৭.৯৭%)। ঝরে পড়ার হার নেমে এসেছে শতকরা ১৮.৮০ ভাগে (২০০৫ সালে ছিল ৪৭.২০%)। আর এসব অর্জনের পেছনে রয়েছে সরকারের নানামুখী উদ্যোগ। ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬১৯৩ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। বছরের প্রথম দিন উৎসবমুখর পরিবেশে দেশের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে সকল পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও মিড ডে মিলের প্রচলন করা হয়েছে। গত ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭১৭ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে ৯ হাজার ৮১১ টি এবং অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে ৪৮ হাজার ৫০ টি। ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ন্যাশনাল প্লান অব এ্যাকশন (এনপিএ) প্রণয়ন করেছে। এনপিএ এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা। নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সকল শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নত জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি)-এর অভিলক্ষ্য-৪ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কোমলমতি শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। আর এ লক্ষ্যে পিটিআই বিহীন ১২ টি জেলায় নতুন পিটিআই স্থাপন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ২০১১ সালের ৪ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। এসব পিটিআইতে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক (নারী-পুরুষ পৃথক) ব্যবস্থাসহ প্রশিক্ষণ গ্রহণের আধুনিক সকল সুবিধা। ১১ টি জেলার ১১ টি পিটিআই নির্মাণ ইতোপূর্বে সমাপ্ত হয়েছে। এসব নবনির্মিত পিটিআইগুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আজ মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এর শুভ উদ্বোধন করছেন।

শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের এই সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত করার প্রত্যয়ে যে অবদান রেখে চলেছেন, তা আগামী দিনে জাতির জন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	পিটিআই বিহীন এলাকায় ১২ টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন প্রকল্প
একনেকে অনুমোদন	:	৪ জানুয়ারি, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ
অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প ব্যয়	:	২৬৯.৪৫ কোটি টাকা
ক্যাম্পাসের আয়তন	:	১.৫০ একর
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নে পিটিআই বিহীন ১২ টি জেলায় আধুনিক সুবিধা সম্বলিত প্রাইমারী টিচার্স ট্রেইনিং ইন্সস্টিটিউট (পিটিআই) স্থাপন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষা দানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রতিবছর ১৫৮৪ জন শিক্ষককে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
নির্মাণ সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প এলাকা : ঝালকাঠি, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ি, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, লালমনিরহাট, নড়াইল, মেহেরপুর, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

প্রতিটি পিটিআই-এ ভবন সংখ্যা: মোট ভবন ৪ টি (ঢাকা পিটিআই ব্যতিত)
ক) একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন - ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন
খ) পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল ভবন - ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন
গ) এক্সপেরিমেন্টাল বিদ্যালয় ভবন - ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ২ তলা ভবন
ঘ) সুপার ও সহকারী পিটিআই সুপারের বাসভবন - ৬ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ২ তলা ভবন।

পিটিআইয়ের ধরণ : অভিষ্ট জেলায় অবস্থিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা বিবেচনায় তিনটি ক্যাটাগরির ১১ টি পিটিআই কমপ্লেক্স এবং ঢাকার মিরপুরে ১০ তলা ভবন বিশিষ্ট স্পেশাল ক্যাটাগরির ঢাকা সেন্ট্রাল পিটিআই কমপ্লেক্স

জেলা	শিক্ষকের সংখ্যা	ক্যাটাগরি	ভবন	আয়তন	সুবিধাদি
গোপালগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ	২,৯৪৯ এর অধিক	এ	একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন	২২২১০ বর্গফুট	২০০ জনের প্রশিক্ষণ সুবিধা
			পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল	৩৭০২২ বর্গফুট	নারী পুরুষের পৃথক ব্যবস্থাসহ ২০০ জনের থাকার সুবিধা
			এক্সপেরিমেন্টাল বিদ্যালয়	১৮০১ বর্গফুট	
			সুপার ও সহকারী পিটিআই সুপারের বাসভবন	২৮৫৭ বর্গফুট	
ঝালকাঠি শরিয়তপুর শেরপুর ও লালমনিরহাট	২,৫০০-২,৯৪৫	বি	একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন	১৮৭৫০ বর্গফুট	১৫০ জনের প্রশিক্ষণ সুবিধা
			পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল	৩১৭৮৬ বর্গফুট	নারী পুরুষের পৃথক ব্যবস্থাসহ ১৫০ জনের থাকার সুবিধা
			এক্সপেরিমেন্টাল বিদ্যালয়	১৮০১ বর্গফুট	
			সুপার ও সহকারী পিটিআই সুপারের বাসভবন	২৮৫৭ বর্গফুট	
রাজবাড়ী নড়াইল মেহেরপুর বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি	২,৫০০ এর কম	সি	একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন	১৬০৫০ বর্গফুট	১০০ জনের প্রশিক্ষণ সুবিধা
			পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল	২৬২০৬ বর্গফুট	নারী পুরুষের পৃথক ব্যবস্থাসহ ১০০ জনের থাকার সুবিধা
			এক্সপেরিমেন্টাল বিদ্যালয়	১৮০১ বর্গফুট	
			সুপার ও সহকারী পিটিআই সুপারের বাসভবন	২৮৫৭ বর্গফুট	

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা

তথ্য কণিকা

ক্যাটাগরি: স্পেশাল

কাজের অংগসমূহ:

- ১০ তলা ভবন নির্মাণ
- ২.২৫ মিটার উচ্চতার ৩৩৮ মিটার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
- আসবাবপত্র সরবরাহ

ভবনের ধরণ: র‍্যাফ্ট ফাউন্ডেশনের ওপর ১০ তলা বিশিষ্ট ফ্রেম স্ট্রাকচার ভবন

পিটিআই অঙ্গনের আয়তন: ৭৬ শতাংশ (৩৩ হাজার বর্গফুট)

নির্মাণ ব্যয়: ৪৪.০৮ কোটি টাকা

ভবনের আয়তন ও ব্যবহার উপযোগিতা: সর্বমোট আয়তন ১০২৮১১ (এক লক্ষ দুই হাজার আটশত এগার) বর্গফুট

তলা	আয়তন (বর্গফুট)	সুবিধাদি
নিচতলা	১৩,৫৭৫ বর্গফুট	লবি, রান্না ঘর, নামাজ ঘর, কেয়ারটেকার রুম, ষ্টোর রুম, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন
২য় তলা	১৩,৫৭৫ বর্গফুট	২০০ আসন বিশিষ্ট বহুমুখী হলরুম, লবি, ভিআইপি ওয়েটিং রুম, খাবার কক্ষ
৩য় তলা	৯,৪০৫ বর্গফুট	লেকচার হল, কম্পিউটার ল্যাব, শ্রেণিকক্ষ
৪র্থ তলা		লেকচার হল, শ্রেণিকক্ষ
৫ম-৮ম তলা		প্রতি তলায় ২০ জন নারী ও ২০ জন পুরুষের থাকার জন্য পৃথক প্রবেশপথ (লিফট) সম্বলিত হোষ্টেল
৯ম তলা		৪০ জন নারীর থাকার জন্য হোষ্টেল
১০ম তলা	৯,৮২৬ বর্গফুট	ভিআইপি অতিথি কক্ষ, সাধারণ অতিথি কক্ষ, পিটিআই সুপার ও সহকারী সুপারের কোয়ার্টার

ডাইনিং রুম

ক্লাশ রুম

বেড রুম

লিফট

নির্মাণ সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাস্তবায়নে : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়